জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিন

১২শ বর্ষ । ১ম সংখ্যা । মার্চ ২০২৫

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
মুহঃ ফজলুর রহমান
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
জনতা ব্যাংক পিএলসি.

উপদেষ্টামণ্ডলী
পরিচালকবৃন্দ
বদরে মুনির ফেরদৌস, ড. মোঃ আব্দুস সবুর, আব্দুল মজিদ শেখ, এ. কে. এম. খবির উদ্দিন চৌধুরী, আব্দুল আউয়াল সরকার, ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, মোঃ আহসান কবীর, মোঃ কাউসার আলম, এফসিএস, এফসিএমএ, এফসিসিএ, এসিএ ও মোঃ ওবায়দুল হক

প্রধান সম্পাদক
মোঃ মজিবর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী
উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ
মোঃ গোলাম মরতুজা, মোঃ ফয়েজ আলম, মোঃ আশরাফুল আলম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও)

নির্বাহী সম্পাদক
এস এম আব্দুল ওয়াদুদ
মহাব্যবস্থাপক
রিসার্চ অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিভিশন

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ
কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, ডিজিএম
ঊষাতন চাকমা, পিও
রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট

সম্পাদকীয়

মহান স্বাধীনতার চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে প্রতি বছরের ন্যায় জনতা ব্যাংক পিএলসি. ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করেছে স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদানকারী দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। এছাড়া যথাযোগ্য মর্যাদায় ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে জনতা ব্যাংক।

মূল্যস্ফীতি, খেলাপি ঋণ ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও সুযোগ্য পরিচালনা পর্ষদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জনতা ব্যাংক পিএলসি. ব্যাংকিং সেবায় সকলের আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ইতোমধ্যে খেলাপি ঋণ আদায়, আমানত বৃদ্ধি, সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আনয়ন ও শতভাগ কৃষিঋণ বিতরণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে সাফল্য অর্জন করেছে জনতা ব্যাংক।

উল্লেখ্য, গত অর্থবছরে ফরেন রেমিট্যান্স আহরণে জনতা ব্যাংকের অবস্থান ছিল শীর্ষ তৃতীয়। এ অর্থবছরেও জনতা ব্যাংক সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আনয়নকারী ব্যাংকের কৃতিত্ব অর্জনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে জনতা ব্যাংকের নতুন নতুন ডিপোজিট প্রোডাক্টসমূহ গ্রাহকদেরকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া, জনতা ব্যাংকে ইসলামি শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকিং সেবা শীঘ্রই চালু হতে যাচ্ছে। নিজস্ব ব্যাংকিং অ্যাপস ই-জনতা'র মাধ্যমে গ্রাহকগণ অনলাইনে নিত্য নতুন সেবা গ্রহণ করছে। আর্থিক সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা করে গ্রাহকদেরকে ব্যাংকের আকর্ষণীয় পণ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং আর্থিক বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে।

উদ্ভাবনী ব্যাংকিং সেবা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ আর্থিক কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যাংকের রেমিট্যান্স ও আমানতের প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি বাণিজ্য, গ্রিন ব্যাংকিং, খেলাপি ঋণ আদায় বৃদ্ধি পাবে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নসহ অন্যান্য সূচকে অগ্রগতি লাভ করবে জনতা ব্যাংক। এর ধারাবাহিকতায় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জনতা ব্যাংকের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে।

জনতা ব্যাংকের এ প্রচেষ্টা সার্থক হোক।

জনতা ব্যাংক পিএলসি.
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

জনতা ব্যাংকে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জনতা ব্যাংক পিএলসির পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এদিন সকালে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান। এ সময় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ড. মোঃ আব্দুস সবুর ও মোঃ কাউসার আলম, ডিএমডি মোঃ গোলাম মরতুজা ও মোঃ ফয়েজ আলম, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, অফিসার্স ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ এবং সকল স্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে জনতা ভবন কর্পোরেট শাখায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে ব্যাংকের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া ২৫ মার্চ কালরাত্রি ও জাতীয় গণহত্যা দিবসের স্মরণে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ মোনাজাত ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান ও উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফয়েজ আলমের নেতৃত্বে জনতা ব্যাংকের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি, জিএম, নির্বাহী, বিভিন্ন অফিসার সংগঠন ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ এবং সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক ও সিটি কর্পোরেশনের ব্যাংকিং সেবা বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক সভা

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মোঃ শাহজাহান মিয়ার সাথে তাঁর কার্যালয়ে জনতা ব্যাংকের ব্যবসা উন্নয়ন ও সিটি কর্পোরেশনের ব্যাংকিং সেবা বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংকের বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণের মহাব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান, জনতা ব্যাংকের আইসিটি বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আনিস, এরিয়া অফিস, ঢাকা-দক্ষিণের উপমহাব্যবস্থাপক অর্জুন কুমার ঘোষসহ অন্যান্য নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাথে জনতা ব্যাংক এমডি'র সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ. বি. এম. ওবায়দুল ইসলামের সাথে ব্যবসায়িক উন্নয়নমূলক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন জনতা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এরিয়া অফিস, ঢাকা-পশ্চিমের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আমিনুল ইসলামসহ অন্যান্য নির্বাহীবৃন্দ। ব্যাংকিং সেবা গ্রহণে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জনতা ব্যাংকের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতামূলক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, ব্যাংকিং সেবাকে আরো সহজ ও জনকল্যাণমুখী করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে জনতা ব্যাংক পিএলসি.।

দেশের বিভিন্ন স্থানে জনতা ব্যাংকের ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পালন

বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ

বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর

বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল

বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম

বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী

বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লা

এরিয়া অফিস, গাইবান্ধা

এরিয়া অফিস, কুড়িগ্রাম

টপ টেন রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ অর্জন করেছে জনতা ব্যাংক

২০২৪ সালে সর্বোচ্চ ফরেন রেমিট্যান্স সংগ্রহের জন্য টপ টেন রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ অর্জন করেছে জনতা ব্যাংক পিএলসি.। ১১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে সেন্টার ফর এনআরবি আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের নিকট হতে অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন জনতা ব্যাংক পিএলসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ গোলাম মরতুজা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোঃ তৌহিদ হোসেন। সেন্টার ফর এনআরবির চেয়ারপার্সন সেকিল চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বারা অব টাওয়ার হ্যামলেটস-এর স্পিকার বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বৃটিশ নাগরিক ব্যারিস্টার সাইফুদ্দিন খালেদ।

জনতা ব্যাংকের পিসিআই-ডিএসএস সনদ অর্জন

জনতা ব্যাংক পিএলসি. সম্প্রতি কার্ড ব্যবসা পরিচালনায় নিরাপত্তা ও গ্রাহক ডাটার সুরক্ষা নিশ্চিতের বৈশ্বিক সনদ পিসিআই-ডিএসএস (পেমেন্ট কার্ড ইন্ডাস্ট্রি ডাটা সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড) কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেট অর্জন করেছে। রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে জনতা ব্যাংকই প্রথম এ সনদ অর্জন করল। এ উপলক্ষ্যে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমানের হাতে সনদপত্র হস্তান্তর করেন কনসাল্টিং সার্ভিস পার্টনার ইআইসি লিমিটেডের সিইও মশিউল ইসলাম। এ সময় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আনিসসহ অন্যান্য নির্বাহী-কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি এটিএম কার্ড ব্যবসা পরিচালনায় নিরাপত্তা ও তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতের বৈশ্বিক সনদ পিসিআই-ডিএসএস কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেট অর্জন করেছে জনতা ব্যাংক পিএলসি.। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে ব্যাংকের বোর্ড রুমে জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমানের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সনদপত্র তুলে দেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান। এ সময় ব্যাংকের পরিচালক বদরে মুনির ফেরদৌস, ড. মোঃ আব্দুস সবুর, আব্দুল মজিদ শেখ, এ. কে. এম. খবির উদ্দিন চৌধুরী, আব্দুল আউয়াল সরকার, ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন ও মোঃ আহসান কবীরসহ উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফয়েজ আলম ও মোঃ নুরুল আলম, এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও) এবং উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের নতুন পরিচালক মোঃ ওবায়দুল হক

মোঃ ওবায়দুল হক

জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে সম্প্রতি যোগদান করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ও কারেন্সি অফিসার (সিও) মোঃ ওবায়দুল হক। এর পূর্বে তিনি NRBC ব্যাংকের ট্রেনিং ইন্সটিটিউট-এর প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

মোঃ ওবায়দুল হক ১৯৮৯ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। বর্ণাঢ্য চাকুরীজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁর চাকুরীজীবনের প্রায় ১৬ বছর ব্যাংক পরিদর্শনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাছাড়া, জেনারেল ম্যানেজার পদে থাকাকালীন তিনি আইবিবির সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ব্যাংকের কমন সার্ভিস, ফরেন এক্সচেঞ্জ ও জেনারেল ব্যাংকিং-এ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি SME & SPD তে নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় SME সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া ২০১৯ সালে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় SMEDP (Second Small and Medium Sized Enterprise Development Project) 'ADP Funded Best Project' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

মোঃ ওবায়দুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগ হতে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি শ্রীলঙ্কা, ভারত, থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আইবিবি-এর পরীক্ষক এবং CMSME সেক্টরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সার্টিফাইড ট্রেইনারদের ট্রেইনার হিসেবে কাজ করেন। তিনি আইবিবি-এর একজন সম্মানিত ডিপ্লোমেড এসোসিয়েট।

মোঃ ওবায়দুল হক ১৯৬৩ সালে ভোলার দৌলতখান উপজেলার চরশুভী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ আসাদুল হক তালুকদার ও মাতার নাম হাচন বানু।

জনতা ব্যাংকে স্বাধীনতা দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপনের খণ্ডচিত্র

বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তর

বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ

বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর

বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল

বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী

বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লা

বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা

আর্থিক সাক্ষরতা কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব: প্রেক্ষিত জনতা ব্যাংক

এস এম আব্দুল ওয়াদুদ
মহাব্যবস্থাপক
রিসার্চ অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিভিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

আর্থিক সাক্ষরতা আজকের বিশ্বের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অন্যতম। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ত্বরান্বিত গতি ও গতানুগতিক আর্থিক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের কারণে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কর্মসূচি দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। মানুষকে সম্পদ সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিকগুলো নিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দিন দিন ব্যক্তি তথা রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে যার অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে আর্থিক সাক্ষরতা। বাংলাদেশের সার্বিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রতি বছর মার্চ মাসের প্রথম সোমবার আর্থিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়।

আর্থিক সাক্ষরতা কী

আর্থিক সাক্ষরতা বলতে আমরা বুঝি সেই জ্ঞান বা দক্ষতা যা মানুষকে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তির আয়-ব্যয় পরিকল্পনা, বিনিয়োগ ও ঋণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মতো আর্থিক ধারণাগুলোকে বোঝার এবং প্রয়োগ করার সক্ষমতাকে আর্থিক সাক্ষরতা বলে। অর্থ ব্যবস্থাপনার সঠিক পদ্ধতি শেখানোর মাধ্যমে ব্যক্তির আর্থিক নিরাপত্তা, প্রতারণার ঝুঁকি হ্রাস এবং আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। বৈচিত্র্যপূর্ণ আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবার ভিড়ে আধুনিক সময়ে আর্থিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সফলভাবে আর্থিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে, বিপদ এড়াতে এবং নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

আর্থিক সাক্ষরতার মূল উদ্দেশ্য

২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল (২০২১-২০২৬) বাস্তবায়নে সবার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণে আপামর জনগোষ্ঠীর মাঝে আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তার অপরিহার্য। জনগণের মাঝে ব্যাংকিং ও আর্থিক পণ্য বা সেবা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পৌঁছানোর মাধ্যমে তাদেরকে আধুনিক ব্যাংকিং সম্পর্কে অবগত করে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক পণ্য বা সেবা গ্রহণে আগ্রহী করে তুলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি সমুন্নত রাখাই আর্থিক সাক্ষরতা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

একজন ব্যক্তি কীভাবে উপার্জন ও খরচ করে, কীভাবে মূল্যস্ফীতি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বদলে দেয়, কীভাবে সুদের হার সম্পদ ও দায়কে প্রভাবিত করে, কী কারণে শেয়ার বাজার উঠানামা করে এবং কীভাবে সঞ্চয় ও তা সংরক্ষণ করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে জনসাধারণকে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করাই আর্থিক সাক্ষরতার কাজ। আর্থিক সাক্ষরতার লক্ষ্য হচ্ছে, ব্যক্তি তার অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হবে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নিজের মতো করে কাজে লাগিয়ে উপকৃত হবে। আমাদের দেশের মানুষ কষ্ট করে অর্থ উপার্জন করে। তাদের এই কষ্টার্জিত অর্থকে কার্যকরভাবে আয়-ব্যয় পরিকল্পনায়, ঋণের বোঝা কমাতে, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগে এবং ভবিষ্যতে যেকোনো জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় তাদেরকে প্রয়োজনীয় সঞ্চয় করতে আর্থিক সাক্ষরতা সহায়তা করবে।

আর্থিক সাক্ষরতার বর্তমান প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও দেশের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ এখনও আর্থিক সাক্ষরতার আওতার বাইরে রয়ে গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2023 অনুসারে, দেশের অর্ধেকের বেশি তরুণ ও বয়সী জনগোষ্ঠীর (৫১.৭১%) কোনো না কোনো ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তবে, সকল পর্যায়ে নারীরা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। Financial Inclusion Insights (2018) Program by Inter Media Research অনুসারে, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের আর্থিক সাক্ষরতার হার প্রায় ২৮ শতাংশ, অর্থাৎ ৭০ শতাংশেরও বেশি মানুষেরই এই মৌলিক ধারণার অভাব রয়েছে। বাংলাদেশের অল্পসংখ্যক মানুষ মূল আর্থিক ধারণাগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন। বর্তমানে বহুসংখ্যক মানুষ বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক শিক্ষার অভাবে দুর্বল আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঝুঁকিতে পড়েন। উল্লেখ্য যে, গ্রামীণ এলাকায় নারীদের আর্থিক সাক্ষরতার হার পুরুষদের তুলনায় বেশ নগণ্য। বর্তমানে সরকারি এবং বেসরকারি খাত আর্থিক সাক্ষরতার গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করেছে। আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা শুরু হয়েছে, কিন্তু অগ্রগতি এখনও উল্লেখযোগ্য নয়। আর্থিকভাবে শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার জন্য আরও সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত আর্থিক বাজেট ও অর্থ ব্যবস্থাপনার জন্য আদর্শ মডেল

একসঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতি ও মিতব্যয়ী হতে সঠিক অর্থনৈতিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা অনেকেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় পড়ি। যেমন- আমরা কীভাবে সঞ্চয় করব, বিনিয়োগ করব বা বাজেট তৈরি করব ইত্যাদি। সাধারণত ৫০-৩০-২০ মডেলকে ব্যক্তিগত আর্থিক বাজেট ও অর্থ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের একটি সহজ অথচ কার্যকর উপায় বলে মনে করা হয়।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আমাদের মাসিক আয়ের অর্ধেক পরিমাণ (৫০%) খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক মৌলিক চাহিদার জন্য ব্যয় করা উচিত। এগুলো প্রয়োজনীয় ব্যয় যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য আবশ্যক। আয়ের ত্রিশ (৩০%) শতাংশ ঐচ্ছিক ব্যয় বা চাহিদা পূরণের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে, যেমন- বিনোদন, শখ বা ইচ্ছা পূরণ, দান, ভ্রমণ অথবা আমাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির জন্য। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের জন্য আয়ের ২০% সঞ্চয় করা উচিত। এর মধ্যে রয়েছে জরুরি তহবিল তৈরি এবং অবসরকালীন সঞ্চয়ে অবদান রাখা।

এই নিয়ম অনুসরণ করে মানুষ তাদের আর্থিক ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখতে পারে, নিশ্চিত করতে পারে যে তারা প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করেও ভবিষ্যতের জন্য কিছু অর্থ আলাদা করে রাখতে পারছে। প্রসঙ্গত, মধ্যবয়সী মানুষের জন্য ২০% একটি আদর্শ মানদণ্ড হলেও যারা প্রাথমিক কর্মজীবনে এ সঞ্চয় শুরু করবেন তাদের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের হার ১০% থেকে শুরু করা যেতে পারে। এতে সহজেই সঞ্চয়ের মানসিকতা গড়ে ওঠবে।

আর্থিক সাক্ষরতা উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ

বাংলাদেশে আর্থিক সাক্ষরতার মান উন্নয়নের জন্য সরকার, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি খাতসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। আর্থিক সাক্ষরতা উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অনেক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ

বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে আর্থিক সাক্ষরতা প্রসারের প্রয়াস চালাচ্ছে। আর্থিক সাক্ষরতার গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০২২ সালে Financial Literacy Guidelines For Banks and Financial Institutions জারি করে। এই গাইডলাইনটি ব্যক্তির সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং ব্যাংকিং পরিষেবার ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। উদাহরণস্বরূপ, 'স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম' যার লক্ষ্য তরুণ শিক্ষার্থীদের অর্থ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শেখানো। এছাড়া আর্থিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন এবং আর্থিক সাক্ষরতা সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাসহ প্রবাসী শ্রমজীবীদের মধ্যে আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যাংক ও মোবাইল আর্থিক পরিষেবা (MFS)-এর কার্যক্রম

গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাংক ও মোবাইল আর্থিক পরিষেবা (MFS)-এর মাধ্যমে নিচে উল্লেখিত প্রচারগুলো নিয়মিতভাবে গ্রাহকদের অবহিত করা হয়-

> 'গ্রাহকদের পিন নম্বর বা সিক্রেট কোড কখনই কারও সঙ্গে শেয়ার করা উচিত নয়।'
>
> 'কর্তৃপক্ষ কখনই আপনার পিন নম্বর, সিক্রেট কোড বা সিকিউরিটি কোড জানতে চাইবে না।'

বাংলাদেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের আর্থিক সাক্ষরতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সাক্ষরতা গাইডলাইনের আলোকে এই প্রোগ্রামগুলো সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং ইত্যাদি বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। কিছু ব্যাংক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং নিম্ন আয়ের মানুষের আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয় শেখানোর জন্য বিনামূল্যে সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন করে। এছাড়া ব্যাংকগুলো এসএমএস, ই-মেইল, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রমাগত আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) কার্যক্রম

আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন এনজিও শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। উদাহরণস্বরূপ, শক্তি ফাউন্ডেশন মহিলাদের আর্থিক শিক্ষা প্রদান করে, তাদের গৃহস্থ আয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার পরামর্শ দান করে। ওয়ার্ল্ড ভিশন-বাংলাদেশ নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে 'গিলডান'-এর সঙ্গে যৌথভাবে আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। এদের মূল উদ্দেশ্য হলো দম্পতি কর্মীদের আর্থিক সাক্ষরতার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের ব্যক্তিগত আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, ওয়ার্ল্ড ভিশন-বাংলাদেশ, আশাসহ বিভিন্ন এনজিও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ব্যক্তি, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মানুষের অর্থের সঠিক ব্যবস্থাপনায় এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সাহায্য করার লক্ষ্যে ঋণের পাশাপাশি আর্থিক জ্ঞান প্রদান করে যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

জনতা ব্যাংকের কর্মসূচি

জনতা ব্যাংক পিএলসি. প্রতি বছর নিয়মিতভাবে আর্থিক সাক্ষরতা দিবস পালন করছে। 'আর্থিক খাতে অংশগ্রহণ, নারীর অধিকার' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবছর ৩ মার্চ ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসি প্রধান কার্যালয়ের সামনে থেকে র‍্যালি বের করে।

আর্থিক স্বাক্ষরতা দিবস উপলক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমানের নেতৃত্বে জনতা ব্যাংকের র‍্যালি

এ উপলক্ষ্যে সারাদেশে ব্যাংকের বিভাগীয় কার্যালয়, কন্ট্রোলিং অফিস, স্টাফ কলেজ ও শাখার মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং এ বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও গ্রাহক সমাবেশসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। জনতা ব্যাংকের গ্রাহকগণ যাতে সঠিক পণ্য গ্রহণ করার পাশাপাশি আকর্ষণীয় স্কীম খোলা, রেমিট্যান্স সেবা গ্রহণ ও সরকারি পরিষেবা সহজে গ্রহণ করতে পারে তা নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং, নারীবান্ধব ডিপোজিট ও ঋণ প্রোডাক্ট চালুকরণ এবং দরিদ্র মানুষসহ আপামর জনসাধারণের মাঝে ব্যাংকের পণ্য ও সেবা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতারণা, হয়রানি ও ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য সচেতন করা ইত্যাদি প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে জনতা ব্যাংক।

আর্থিক সাক্ষরতা ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি। আমাদের দেশে অনেক ব্যক্তি এখনও মৌলিক আর্থিক জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেনি। আর্থিক সাক্ষরতা জনগণের অর্থনৈতিক জীবনে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি সাধন করার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। সরকার, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সংগঠনের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি আর্থিকভাবে শিক্ষিত ও সচেতন সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। এককথায়, আর্থিকভাবে সচেতন হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে, জাতির জন্য একটি অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী দেশ গড়ে তুলতে নারী পুরুষসহ সকল নাগরিকের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা জ্ঞান থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লেখা আহ্বান

জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিনে প্রকাশের লক্ষ্যে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, বিভাগীয় কার্যালয়, এরিয়া অফিস এবং শাখা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ, জাতীয় দিবস পালন, শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন, ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যক্তিগত বিশেষ অবদান, নিজের বা সন্তানদের কৃতিত্ব, ব্যাংকে চাকরিজীবীদের মৃত্যু সংবাদ, ব্যাংক বিষয়ক সংক্ষিপ্ত রচনা ইত্যাদি ছবিসহ rps@janatabank-bd.com *এই ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।*

বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ হাউজের প্রতিনিধি দলের সাথে জনতা ব্যাংকের মতবিনিময় সভা

২২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসির প্রধান কার্যালয়ে দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ হাউজের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনতা ব্যাংকের এমডি মোঃ মজিবর রহমান সভাপতিত্ব করেন। এতে ৭টি এক্সচেঞ্জ হাউজের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ গোলাম মরতুজা ও মোঃ নুরুল আলম, এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও)সহ সংশ্লিষ্ট জিএম, ডিজিএম ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এক্সচেঞ্জ হাউজসমূহের প্রতিনিধিগণ বৈদেশিক রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি উন্নয়ন, গ্রাহকসেবা বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক বিনিময় হার নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। জনতা ব্যাংকের এমডি মোঃ মজিবর রহমান দেশের শিল্পোন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগসহ শিল্প ও বাণিজ্য খাতে জনতা ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা তুলে ধরেন। ব্যাংকের রেমিট্যান্স বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করার জন্য তিনি এক্সচেঞ্জ হাউজের প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জনতা ব্যাংক পিএলসি. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স সংগ্রহে বাংলাদেশে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।

জনতা ব্যাংকের অ্যাসেট-লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ মজিবর রহমানের সভাপতিত্বে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অ্যাসেট-লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটির (অ্যালকো) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ ফয়েজ আলম ও মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও) এবং সংশ্লিষ্ট জিএম ও ডিজিএমগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় উদ্বোধনী বক্তব্যে এমডি মোঃ মজিবর রহমান বর্তমানে ব্যাংকের সার্বিক অবস্থার আলোকে কর্মকৌশল নির্ধারণ করে অটো চালান গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি, ফরেন রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, স্বল্প সুদের আমানত বৃদ্ধি, শ্রেণিকৃত ঋণ আদায় ও হ্রাস, অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ে জোর দেওয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

'স্কুল ব্যাংকিং, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ব্যাংকিং সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক' আলোচনা সভা

জনতা ব্যাংক পিএলসি. চম্পাতলী শাখা, ঢাকার আয়োজনে 'স্কুল ব্যাংকিং, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ব্যাংকিং সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক' আলোচনা সভা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে পুরাতন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক পিএলসি, এরিয়া অফিস, ঢাকা-দক্ষিণের উপমহাব্যবস্থাপক অর্জুন কুমার ঘোষ এবং সহ-আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মু শামসুল আরেফীন। সভায় ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও দেবীদাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেন।

জনতা ব্যাংকের সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

জনতা ব্যাংক পিএলসি. বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেটে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বিভাগের সকল এরিয়াপ্রধান ও শাখাপ্রধানদের নিয়ে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ গোলাম মরতুজা। বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেটের মহাব্যবস্থাপক-ইনচার্জ লিটন রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আওতাধীন সকল এরিয়াপ্রধান, নির্বাহী ও শাখাব্যবস্থাপকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্প্রেড: এর নিয়ামকসমূহ

ড. মোঃ ফজলে ফাত্তাহ হোসেন
প্রিন্সিপাল অফিসার
ব্যবস্থাপক, রানীহাটি শাখা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ব্যাংক ব্যবস্থায় স্প্রেড একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্রাহকদের জমা রাখা আমানত থেকে ব্যাংকগুলো ঋণ বিতরণ করে থাকে। আমানতের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে গ্রাহকদের সুদ পরিশোধ করা হয় যা ব্যাংকের 'কস্ট অব ফান্ড' বা 'তহবিল সংগ্রহ ব্যয়' নামে পরিচিত। আবার ঋণের বিপরীতে গ্রাহকদের কাছ থেকে সুদ আদায় করা হয়। ব্যাংকের ঋণ ও আমানতের সুদহারের ব্যবধানই হলো 'স্প্রেড'। অর্থাৎ ঋণ ও অগ্রিমের ওপর ধার্যকৃত সুদ এবং আমানতের ওপর প্রদত্ত সুদের বিয়োগফলকে ব্যাংকের স্প্রেড বলা হয়।

সাধারণত উচ্চতর স্প্রেডকে ব্যাংকের অদক্ষতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর ফলে ব্যাংকের আর্থিক মধ্যস্থতার খরচ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে কম স্প্রেড অর্থের সরবরাহে সহায়তা করে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ২০০৮ সালে ব্যাংকিং খাতে সুদের হারের বিস্তার বা স্প্রেডকে যুক্তিসংগত করা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের এক গবেষণাপত্রে বলা হয়, উচ্চ স্প্রেড বেসরকারি বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে।

ব্যাংকের স্প্রেড কিছু কিছু নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই সকল নিয়ামকগুলোকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হলো- ব্যাংক স্পেসিফিক নিয়ামক, ম্যাক্রো ইকোনমিক নিয়ামক ও বাজারভিত্তিক নিয়ামক।

ব্যাংক স্পেসিফিক নিয়ামক

ব্যাংক স্পেসিফিক নিয়ামককে সাধারণত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

ক) সম্পদের ওপর রিটার্ন: সম্পদের ওপর রিটার্ন হলো একটি অনুপাত যা একটি ব্যাংকের মোট সম্পদের লাভজনকতা দেখায়। সর্বমোট নিট আয়কে সর্বমোট সম্পদ দিয়ে ভাগ করলে এই অনুপাতটি পাওয়া যায়। নীতিনির্ধারক, বিশ্লেষক ও বিনিয়োগকারীরা সাধারণত একটি ব্যাংক কতটা দক্ষতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য তার সম্পদ ব্যবহার করছে তা পরিমাপ করে থাকে। এটি স্প্রেড-এর একটি ভালো নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাধারণত সম্পদের ওপর রিটার্ন এবং স্প্রেড পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

খ) মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত: সর্বমোট মূলধনকে সর্বমোট রিস্ক-ওয়েটেড সম্পদ দিয়ে ভাগ করলে এই অনুপাত পাওয়া যায়। ব্যাংকের ঝুঁকি এবং ব্যর্থতা পরিমাপ করার জন্য নীতিনির্ধারক, বিশ্লেষক এবং বিনিয়োগকারীরা এই অনুপাত ব্যবহার করে থাকেন। গবেষক ঘাসি এবং রুস্তম (২০১৬) অনুমান করেন যে, মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত ব্যাংকের স্প্রেডকে প্রভাবিত করে। উচ্চ মূলধনযুক্ত ব্যাংকগুলোকে স্প্রেড কমিয়ে বিনিয়োগ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে, তহবিল ব্যয় হ্রাসের কারণে উচ্চ মূলধনযুক্ত ব্যাংকগুলো আর্থিকভাবে স্থিতিশীল থাকে।

গ) তারল্য/লিকুইডিটি রিস্ক: ব্যাংকের লিকুইডিটি রিস্ক বলতে এমন একটি ক্ষতির সম্ভাবনাকে বোঝায় যা গ্রাহকের রক্ষিত আমানত প্রদান করতে বা বাইরের উৎস হতে তহবিল পেতে অক্ষমতা তৈরি হয়। সর্বমোট তরল সম্পদকে সর্বমোট সম্পদ দিয়ে ভাগ করলে এই নিয়ামকটি পাওয়া যায়। লিকুইডিটি রিস্ক তৈরি হলে ভালো ব্যাংকগুলোও সুনাম হানির ঝুঁকিতে পড়ে। কম তারল্য ঝুঁকি কম স্প্রেডের সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে, উচ্চ তারল্য ঝুঁকি সম্পন্ন ব্যাংক উচ্চ মূল্যে বাজার থেকে তহবিল ধার করার প্রবণতা দেখায় ফলে বেশি স্প্রেড-এর সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, গবেষক হাইলু ২০০৪ সাল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ইথিওপিয়ার আটটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখতে পান যে, ব্যাংকের তারল্য ঝুঁকি স্প্রেডের সাথে নিশ্চিতভাবে সম্পর্কিত।

ঘ) খরচ দক্ষতা/কস্ট ইফিসিয়েন্সি: সর্বমোট পরিচালন ব্যয়কে সর্বমোট নিট আয় দিয়ে ভাগ করলে কস্ট ইফিসিয়েন্সি পাওয়া যায়। এই নিয়ামকটি ব্যাংকের পরিচালন দক্ষতাকে প্রতিফলিত করে। কম অনুপাত দ্বারা বুঝা যায়, ব্যাংকগুলো উচ্চতর ব্যয়ে দক্ষ। এর অর্থ হলো ব্যাংক বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য কম ব্যয় করছে। উল্লেখ্য যে, স্প্রেড-এর পরিমাণ কমার ফলে কস্ট ইফিসিয়েন্ট ব্যাংকগুলো ঋণের সুদ হার কমিয়ে বাজারে একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পায়। ফলে ব্যাংকের লাভজনকতা বৃদ্ধি পায়।

ঙ) ঝুঁকি এড়ানোর প্রবণতা: ব্যাংকের ঝুঁকি এড়ানোর প্রবণতা বলতে বিনিয়োগকারী ব্যাংক সাধারণত কম ঝুঁকি সম্পন্ন খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। এটি সর্বমোট ইকুইটিকে সর্বমোট সম্পদ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায়। বিনিয়োগকারীরা সাধারণত তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের উচ্চতর রিটার্ন অর্জনের জন্য বিনিয়োগকৃত অর্থের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়। সুতরাং, ঝুঁকি প্রতিরোধী ব্যাংকগুলো তাদের স্প্রেড-এর ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে আমানতকারীদের উচ্চ রিটার্ন প্রদান করার ফলে ব্যাংক তার স্প্রেডকে কমিয়ে ফেলে।

চ) খেলাপি ঋণের অনুপাত: সর্বমোট মন্দ ঋণকে মোট ঋণের ভাগফল দিয়ে খেলাপি ঋণের অনুপাত বের করা হয়। এই অনুপাত বৃদ্ধি পেলে খেলাপি ঋণের উচ্চ মূল্য দেখা যায়। এর ফলে ব্যাংকগুলো ঋণের ঝুঁকিতে থাকে। এই জন্য ২০০৬ সালে গবেষক আতাবাকি এক গবেষণায় দেখান যে, ঋণের ঝুঁকিতে থাকা ব্যাংকগুলো ঋণের উচ্চতর মূল্য ধার্য করে এবং আমানতকারীদের অর্থ ফেরৎ প্রদান করার জন্য উচ্চমূল্যে আমানত সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়। ফলে স্প্রেডের পরিমাণ কম হয়। সুতরাং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খেলাপি ঋণের পরিমাণের সাথে স্প্রেড উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পর্কিত।

ছ) সুদ বহির্ভূত আয় অনুপাত: সুদ বহির্ভূত আয় অনুপাত মোট সুদ বহির্ভূত আয়কে সর্বমোট আয়ের ভাগফল দিয়ে নির্ধারণ করা হয়। এই অনুপাতটি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর লাভজনকতা দেখায়। এই সকল আয় ব্যাংকগুলো সাধারণত কমিশন ফি, ঋণ প্রক্রিয়াকরণ ফি, ঋণ তত্ত্বাবধান চার্জ, ঋণ চার্জ ইত্যাদি আকারে পেয়ে থাকে। ঋণ ও অগ্রিম খেলাপি হয়ে গেলে সেখান থেকে আয় কমে যায়। ঋণ এর পরিমাণ বেশি থাকলে উল্লিখিত সুদ বহির্ভুত আয়ের পরিমাণ বেশি হয়। সুতরাং উচ্চ সুদ বহির্ভুত আয়ের অনুপাত কম সুদের স্প্রেডকে প্রভাবিত করে।

ম্যাক্রো-ইকোনমিক নিয়ামক

ক) মুদ্রাস্ফীতি: সাধারণভাবে মুদ্রাস্ফীতিকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান ক্ষতি হিসেবে দেখানো হয়। এটি হলো এক বছরের মধ্যে নির্ধারিত পণ্য ও পরিষেবার গড় মূল্য বৃদ্ধির হিসাব। সাধারণত উচ্চতর মুদ্রাস্ফীতি উচ্চতর স্প্রেডের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ দেশে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেলে ব্যাংকগুলির স্প্রেড বেড়ে যায়।

খ) মোট দেশজ উৎপাদন: নেপালের মিড ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক শ্রেষ্ঠা ২০১৩ সাল হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত নেপালের ২৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্প্রেডকে প্রভাবিতকারী নিয়ামকগুলো অধ্যয়ন করে দেখেন যে, মোট দেশজ উৎপাদন ব্যাংকের স্প্রেড-এর ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। সেই সময়কালে নেপালের অর্থনৈতিক কার্যবলাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল যা ঋণের জন্য বর্ধিত চাপের সৃষ্টি করে। ফলে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি হলে স্প্রেড বৃদ্ধি পায়।

গ) বেকারত্বের হার: সাধারণত দেশে কর্মসংস্থানের অভাবে বেকারত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এটি মোট দেশজ উৎপাদনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সুতরাং বর্ধিত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার জন্য সরকার অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলোতে আরও বেশি ব্যয় করে। এর ফলে ঋণ পরিষেবার বাধ্যবাধকতা এবং মূল ঋণ পরিশোধের বোঝা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং স্প্রেড এবং বেকারত্বের হারের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

বাজারভিত্তিক নিয়ামক

ক) হারফিন্দাহাল হিরশম্যান সূচক : এই হারফিন্দাহাল হিরশম্যান সূচক হলো মোট সম্পদ, ঋণ বা আমানতের পক্ষে ব্যাংকগুলোর বাজারের শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করে এমন ঘনত্বের পরিমাপ। এটি ব্যাংকের মোট সম্পদ, মোট আমানত এবং মোট ঋণের ব্যাংকের বাজার শেয়ারের বর্গের যোগফল। এই বাজার ঘনত্ব বাজারে উপস্থিত প্রতিটি ব্যাংকের সাথে প্রতিযোগিতার মাত্রা প্রতিফলিত করে। এই প্রতিকূল মূল্য নির্ধারণের ফলে ব্যাংকগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড হ্রাস পায়।

ব্যাংকিং খাতের দক্ষতা, লাভজনকতা এবং এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ব্যাংকের স্প্রেড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উপর্যুক্ত নিয়ামকসমূহ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর স্প্রেডকে প্রভাবিত করে। বর্ণিত নিয়ামকসমূহ ব্যাংকের স্প্রেড কমিয়ে যুক্তিসঙ্গত করা এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের লাভজনকতা বৃদ্ধির জন্য নীতিনির্ধারকগণকে কৌশল তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে।

ইসলামিক উইন্ডো ও উপশাখা চালুকরণ প্রসঙ্গে

কে. এম. মাসুম বিল্লাহ
অফিসার
চৌরাস্তা শাখা, পটুয়াখালী

বর্তমান সময়ে আমানত সংগ্রহের বিবেচনায় ইসলামিক উইন্ডো ও উপশাখা চালুকরণ হতে পারে যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ইসলামি ব্যাংকিং বলতে ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক আর্থিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা ব্যাংক ব্যবস্থাকে বুঝায়। মূলত ইসলামি ব্যাংকের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৬৩ সালে মিশরে প্রথম ইসলামি ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়। এরপর ১৯৭০ সালে ওআইসির সম্মেলনে মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়। এছাড়া বেশ কিছু অমুসলিম দেশও শরিয়াহ ব্যাংকিং চালু করে। তবে বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড চালুর মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১০টি ইসলামি ব্যাংক রয়েছে এবং বেশ কয়েকটি কনভেনশনাল ব্যাংক ইসলামি উইন্ডোর মাধ্যমে শরিয়াহ ব্যাংকিং পরিচালনা করছে। শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকগুলোর মূল ভিত্তি কুরআন ও হাদীস হওয়ার কারণে শরিয়াহ ব্যাংকিং এদেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা শরিয়াহ ব্যাংকিংয়ে বেশ উদ্বুদ্ধ হয়।

বাংলাদেশ যেহেতু একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, তাই শরিয়াহ ব্যাংকিং এদেশের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের শরিয়াহভিত্তিক বিভিন্ন প্রোডাক্টের মাধ্যমে সঞ্চয় সংগ্রহ ও বিভিন্ন উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ করে জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। মুসলিম আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার পাশাপাশি অনেক পরহেজগার ও মুত্তাকিদের অর্থনৈতিক লেনদেনে অনুপ্রাণিত করছে। যাদের সুদভিত্তিক ব্যাংকিংয়ে যুক্ত হতে অনীহা, তাদের শরিয়াহ ব্যাংকিংয়ের আওতায় আনা সম্ভব। এতে করে তাদেরকে ব্যাংকিং পরিষেবার অন্তর্ভুক্তকরণের পাশাপাশি ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধি করা সম্ভব। কনভেনশনাল সুদভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের বিপরীতে শরিয়াহভিত্তিক মুদারাবা ব্যাংকিং এদেশে বেশ জনপ্রিয় যা শরিয়াহ সম্মত। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের শরিয়াহ সম্মত ডিপোজিট প্রোডাক্টগুলো আমানত সংগ্রহে ভূমিকা রাখতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে জনতা ব্যাংক পিএলসি ১০০টি শাখায় ইসলামিক উইন্ডো চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা এই মুহূর্তে আমানত সংগ্রহ বা তারল্য সংকট কাটাতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলামিক উইন্ডো খোলার সাথে সাথে শরিয়াহ ব্যাংকিংয়ে আগ্রহী আমানতকারীগণকে আকর্ষণ করার এক বড় সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এছাড়া জনতা ব্যাংকে বেশ কিছু উপশাখা চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উপশাখা ব্যাংকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। উপশাখার মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার এই পদ্ধতি দিন দিন জনপ্রিয়তা লাভ করছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল কালেকশন সুবিধা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ প্রদান এবং মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় এনে তাদেরকে স্বাবলম্বীকরণে উপশাখা সহযোগিতা করতে পারে। এছাড়াও উপশাখা স্থাপনের মাধ্যমে একটি ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় কমানো সম্ভব। দেশের অনেক ব্যাংক উপশাখার মাধ্যমে খুব সহজেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিচ্ছে।

জনতা ব্যাংক পিএলসি. দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে শরিয়াহ ব্যাংকিং ও উপশাখা চালুকরণের মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও প্রান্তিক পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিয়ে সর্বস্তরে ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করবে– এটাই কামনা।

নতুন পরিচালক মোঃ আহসান কবীরকে পর্ষদ চেয়ারম্যানের শুভেচ্ছা

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আহসান কবীর জনতা ব্যাংক পিএলসির নতুন পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে এ উপলক্ষ্যে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পর্ষদের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান। এ সময় ব্যাংকের পরিচালক বদরে মুনির ফেরদৌস, ড. মোঃ আব্দুস সবুর, এ. কে. এম. খবির উদ্দিন চৌধুরী, আব্দুল মজিদ শেখ ও ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, ব্যপস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্বে) মোঃ গোলাম মরতুজা, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফয়েজ আলম ও মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও) এবং কোম্পানি সেক্রেটারি মোঃ আবদুল আলীম খান উপস্থিত ছিলেন।

নতুন পরিচালক মোঃ ওবায়দুল হককে পর্ষদ চেয়ারম্যানের শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক এবং এনআরবিসি ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ ওবায়দুল হক জনতা ব্যাংক পিএলসির নতুন পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। ১২ মে ২০২৫ তারিখে এ উপলক্ষ্যে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান। এ সময় পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক বদরে মুনির ফেরদৌস, ড. মোঃ আব্দুস সবুর, আব্দুল মজিদ শেখ, এ. কে. এম. খবির উদ্দিন চৌধুরী, আব্দুল আউয়াল সরকার, ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন ও মোঃ আহসান কবীর এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান ও কোম্পানি সেক্রেটারি মোঃ আবদুল আলীম খান উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক পিএলসির কোম্পানি সেক্রেটারি পদে মোঃ আবদুল আলীম খান

জনতা ব্যাংক পিএলসির উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আবদুল আলীম খান ব্যাংকের কোম্পানি সেক্রেটারি হিসেবে সম্প্রতি যোগদান করেছেন। এর পূর্বে তিনি ডিপার্টমেন্টপ্রধান হিসেবে ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ও আইটি-সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়; এরিয়াপ্রধান হিসেবে এরিয়া অফিস, বগুড়ায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, তিনি হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয় ও লোকাল অফিস, ঢাকায় দায়িত্ব পালন করেন। মোঃ আবদুল আলীম খান ৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে সহকারী প্রোগ্রামার হিসেবে জনতা ব্যাংকে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ব্যাংকে ডিজিটালাইজেশনে তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পরিচালনা পর্ষদ হতে প্রশংসাপত্র লাভ করেন। মোঃ আবদুল আলীম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত আনন্দ মোহন কলেজ থেকে স্নাতক এবং পরবর্তীতে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৭০ সালে টাঙ্গাইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫

বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণ

২০ মার্চ ২০২৫ তারিখে মতিঝিলের একটি কনভেশন সেন্টারে জনতা ব্যাংক পিএলসির ঢাকা-দক্ষিণ বিভাগীয় শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফয়েজ আলম এবং মোঃ নুরুল আলম, এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও)। বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণের মহাব্যবস্থাপক মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিভাগের এরিয়াপ্রধানগণ ও অন্যান্য নির্বাহীবৃন্দ এবং শাখাব্যবস্থাপকগণ অংশগ্রহণ করেন।

বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তর

জনতা ব্যাংক পিএলসির ঢাকা-উত্তর বিভাগীয় শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৫ ১৯ মার্চ ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ গোলাম মরতুজা এবং মোঃ নুরুল আলম, এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও)। বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তরের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আনিছুর রহমান আকন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ঢাকা-উত্তর বিভাগের সকল এরিয়াপ্রধানসহ অন্যান্য নির্বাহীগণ ও শাখাব্যবস্থাপকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর

জনতা ব্যাংক পিএলসির রংপুর বিভাগীয় শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন ১৪ মার্চ ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফয়েজ আলম এবং মোঃ নুরুল আলম, এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও)। বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুরের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল বারেক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে রংপুর বিভাগের সকল এরিয়াপ্রধান, অন্যান্য নির্বাহী ও শাখাব্যবস্থাপকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী

জনতা ব্যাংক পিএলসির রাজশাহী বিভাগীয় শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন ৬ মার্চ ২০২৫ তারিখে নগরীর ভিক্টোরিয়া কনভেনশন হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফয়েজ আলম। বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর মহাব্যবস্থাপক-ইনচার্জ মোঃ জাহাংগীর হোসেন জোয়ার্দ্দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আবদুস সোবহান মিয়াসহ রাজশাহী বিভাগের এরিয়া প্রধানগণ, অন্যান্য নির্বাহীবৃন্দ এবং শাখাব্যবস্থাপকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসির খুলনা বিভাগীয় শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৫ খুলনা শহরের এক হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ গোলাম মরতুজা। বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনার মহাব্যবস্থাপক-ইনচার্জ আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে খুলনা বিভাগের এরিয়াপ্রধানগণ ও শাখাব্যবস্থাপকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এ সময় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান রোডম্যাপ প্রণয়নসহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম

জনতা ব্যাংক পিএলসির চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ গোলাম মরতুজা। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে চট্টগ্রাম বিভাগের এরিয়াপ্রধানগণ ও শাখাব্যবস্থাপকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এ সময় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান ব্যাংকের অগ্রগতির স্বার্থে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রোডম্যাপ প্রণয়নসহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

সরকারি ডিজিটাল পরিষেবাকেন্দ্র মাইগভ (MyGov)

MyGov বাংলাদেশ সরকারের একটি ওয়ান-স্টপ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যা অনলাইনে সেবার আবেদন গ্রহণ, আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা জানানো, সেবা প্রদান এবং সর্বোপরি জনভোগান্তি হ্রাসের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। নাগরিক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিস্তৃত পরিসরে সরকারি পরিষেবা প্রদানের জন্য এটি ডিজাইন করা হয়েছে। এই ডিজিটাল উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো পরিষেবা সরবরাহকে সহজতর করা এবং কাগজপত্র, খরচ ও সময় বাঁচানো।

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.mygov.bd এবং গুগল প্লে-স্টোরে অ্যাপটির শিরোনাম হলো MyGov। সকল নাগরিক, ব্যবসায়ী, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ এই প্ল্যাটফর্মের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। MyGov-এর ওয়েবসাইট অথবা অ্যাপ ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারকারীকে অবশ্যই কিছু শর্তাবলী মেনে চলতে হয়।

myGov
এক ঠিকানায় সরকারি সেবা

সেবার ব্যাপ্তি

MyGov (মাইগভ) এর মাধ্যমে অনেক বিষয়ে সেবা পাওয়া যায়- শিক্ষা (যেমন, সার্টিফিকেট প্রমাণীকরণ); আইনি সেবা (যেমন, অ্যাপোস্টিল সেবা); কৃষি (যেমন, খামার নিবন্ধন, কীটনাশক লাইসেন্স); অর্থ ও ব্যাংকিং (যেমন, জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প); ভূমি ও ইজারা; অভিবাসন ও বৈদেশিক বিষয় (যেমন, বিদেশ ভ্রমণের জন্য সার্টিফিকেট প্রমাণীকরণ); ব্যক্তিগত আবেদন, পারমিট এবং সার্টিফিকেশন এবং আরও অনেক কিছু।

মাইগভ ব্যবহারকারীর প্রোফাইলে তথ্য সংরক্ষণের সুবিধা

- সেবার আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ডকুমেন্ট প্রোফাইলে সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- সেবার আবেদনের সময় এ সকল তথ্য ও ডকুমেন্ট আপলোড না করেও পুনরায় ব্যবহার করা যায়।
- বিভিন্ন দপ্তরের কাছে আবেদনকারীর সকল আবেদনের তথ্য ও সর্বশেষ অগ্রগতির অবস্থা প্রোফাইলে লগইন করার মাধ্যমে জানা যায়।
- প্রোফাইলে সংরক্ষিত তথ্য ও ডকুমেন্ট সময়ে সময়ে পরিবর্তন করার মাধ্যমে হালনাগাদ রাখা যায়।
- আবেদন ফরম নাগরিক প্রোফাইল থেকে তথ্য গ্রহণ করে অটোফিল করে নেয়।

মাইগভ ব্যবহারকারী প্রোফাইলে ডকুমেন্টস সংরক্ষণ

মাইগভ প্রোফাইলে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস সংরক্ষণ করে রাখা যায়। এজন্য প্রোফাইলের ডকুমেন্টস অপশন হতে ডকুমেন্টস আপলোড অপশনে যেতে হবে। এবার ডকুমেন্টের ধরন হতে কাঙ্ক্ষিত ডকুমেন্টটি বেছে নিতে হবে এবং 'ডকুমেন্ট আপলোড করুন' অপশন হতে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টটি আপলোড করে নিতে হবে। অতঃপর ডকুমেন্ট আপলোড বাটনে ক্লিকের মাধ্যমে ডকুমেন্টটি সংরক্ষণ করা যাবে।

মাইগভ প্লাটফর্মে সংরক্ষিত তথ্য ও ডকুমেন্টস আবেদনপত্র দাখিলের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবেদনপত্রে যুক্ত হয়ে যাবে। এতে নতুন করে খুব সামান্য তথ্য ও ডকুমেন্টস যুক্ত করে আবেদন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

সরকারি সেবা গ্রহণের জন্য মাইগভ অ্যাকাউন্ট বাধ্যতামূলক

মাইগভ-এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে মাইগভ অ্যাকাউন্ট-এর বাধ্যবাধকতা নির্ভর করে সেবা প্রদানকারী দপ্তরের চাহিদার ওপর। অর্থাৎ সেবা প্রদানকারী দপ্তর সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে মাইগভ অ্যাকাউন্ট বাধ্যতামূলক করলে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে মাইগভ অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হবে। তবে কিছু ক্ষেত্র ব্যতীত অধিকাংশ সেবার ক্ষেত্রেই মাইগভ অ্যাকাউন্ট বাধ্যতামূলক।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশনযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে জনতা ব্যাংকের কোনও সেবা মাইগভ প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা তা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে।

আহম্মদ-আল-যোবায়ের আখন্দ, এসপিও, আরপিএসডি

'মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশনযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটাইজেশন' বিষয়ক কর্মশালা

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশনযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকায় মাইগভ প্ল্যাটফর্ম বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও চিফ ইনোভেশন অফিসার মোঃ আহসান কবীর। কর্মশালায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাশেদুল হাসান, সিনিয়র সহকারী সচিব ও কনসালট্যান্ট, মাইগভ টিম, এটুআই এব মোঃ রুহুল আমিন, ডোমেইন অফিসার, এটুআই। জনতা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের রিসার্চ অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিভিশনের জিএম এস এম আব্দুল ওয়াদুদ, আইসিটি ডিভিশনের জিএম মোহাম্মদ আনিস, ইনোভেশন কমিটির সদস্যবৃন্দসহ ব্যাংকের অন্যান্য নির্বাহী ও কর্মকর্তাগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক হিসেবে জনতা ব্যাংকের কোনো পরিষেবা MyGov প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা তা নির্ধারণ করে সেবা সহজিকরণ সম্পন্ন করা।

'ডি-নথি সিস্টেম এবং অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন' বিষয়ক কর্মশালা

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকায় ডি-নথি সিস্টেম এবং অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান কার্যালয়ের রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে এবং জনতা ব্যাংক ইনোভেশন কমিটির তত্ত্বাবধানে এ কর্মশালাটি পরিচালিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব ও ইনোভেশন কমিটির সদস্য-সচিব ফরিদা ইয়াসমিন। কর্মশালায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাস্পায়ার টু ইনোভেট (a2i) প্রোগ্রামের টেকনোলজি অ্যাসোসিয়েট (ই-নথি) ইমরুল হোসেন। জনতা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের রিসার্চ অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিভিশনের জিএম এস এম আব্দুল ওয়াদুদ, আইসিটি ডিভিশনের জিএম ও ব্যাংকের ইনোভেশন অফিসার (আইও) মোহাম্মদ আনিসসহ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহী ও কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

জনতা ব্যাংকের নতুন ডিএমডি

মোঃ নজরুল ইসলাম
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর

জনতা ব্যাংক পিএলসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে সম্প্রতি যোগদান করেছেন মোঃ নজরুল ইসলাম। এর পূর্বে তিনি সোনালী ব্যাংক পিএলসির জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯৫ সালে সিনিয়র অফিসার (ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্ট) হিসেবে সোনালী ব্যাংকে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর সফল ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু হয়। চাকুরীজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি সোনালী ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ শাখা ও কার্যালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। ডিজিএম হিসেবে ফরেন এক্সচেঞ্জ কর্পোরেট শাখা এবং জিএম হিসেবে রমনা কর্পোরেট শাখার প্রধান হিসেবেও দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিম এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বিভাগের কাজে বিশেষ পারদর্শী।

মোঃ নজরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্সসহ স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিষয়ে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের একজন সম্মানিত ডিপ্লোমেড অ্যাসোসিয়েট। তিনি ব্যাংকিং বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

মোঃ নজরুল ইসলাম ১৯৬৬ সালে ঢাকার খিলগাঁওয়ে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এবং মাতা মাহমুদা বেগম।

মোঃ আশরাফুল আলম
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর

জনতা ব্যাংক পিএলসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে যোগদান করেছেন মোঃ আশরাফুল আলম। এর পূর্বে তিনি জনতা ভবন কর্পোরেট শাখায় মহাব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মোঃ আশরাফুল আলম ১৯৯৩ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে জনতা ব্যাংকে যোগদান করেন। চাকুরীজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি জনতা ব্যাংক লোকাল অফিস, মতিঝিল কর্পোরেট শাখা, বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, কামাল আতাতুর্ক কর্পোরেট শাখাসহ বিভিন্ন শাখা ও কার্যালয়ে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ আশরাফুল আলম রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ হতে মাধ্যমিক ও রাজশাহী সরকারি কলেজ হতে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করেন। পরে ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ হতে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ১৯৬৭ সালে জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর থানার মির্জাপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ গিয়াস উদ্দিন ও মাতার নাম মোছাঃ আয়েশা সিদ্দিকা।

জনতা ব্যাংক পিএলসিতে যোগদানকৃত নতুন দুই ডিএমডিকে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের শুভেচ্ছা

জনতা ব্যাংক পিএলসির প্রধান কার্যালয়ে যোগদানকৃত নতুন দুইজন ডিএমডিকে ১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান। নতুন দুইজন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হলেন মোঃ নজরুল ইসলাম ও মোঃ আশরাফুল আলম। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ গোলাম মরতুজা, মোঃ ফয়েজ আলমসহ প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও অন্যান্য নির্বাহীগণ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে জনতা ব্যাংক রিটায়ার্ড এক্সিকিউটিভস ফোরামের সৌজন্য সাক্ষাৎ

জনতা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমানের সাথে সম্প্রতি ব্যাংকটির সাবেক নির্বাহীদের সংগঠন জনতা ব্যাংক রিটায়ার্ড এক্সিকিউটিভস ফোরামের নেতৃবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা জনতা ব্যাংককে পুরনো ঐতিহ্য ও গৌরবের অবস্থানে নিয়ে যেতে সব ধরনের সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ সময় ফোরামের সভাপতি মোঃ নুরুল ইসলাম মোল্লা, সহসভাপতি মোঃ শা'দত হোসেন, তপাদার মোঃ খলিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শাহ্ মোঃ আসাদ উল্লাহ, যুগ্ম সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন খান, নির্বাহী সদস্য এ কে এম রশীদুজ্জামান, আব্দুস সালাম খান, মিসেস কহিনূর আলম এবং আজীবন সদস্য মোঃ শহীদুল ইসলাম, মোঃ শাহ আলম (মিলন), মীর্জা মোঃ আব্দুল বাছেত, মোঃ মাহবুবুর রহমান, খান আবুল কালাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ৯ মার্চ ২০২৫ তারিখে ব্যাংকের বোর্ড রুমে প্রধান কার্যালয়ের নারীকর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জনতা ব্যাংক পিএলসি. । অনুষ্ঠানে ব্যাংকের পক্ষ থেকে নারী ব্যাংকারদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় । 'অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন- নারী ও কন্যার উন্নয়ন' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান । প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক প্রতিভা রানী সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ মজিবর রহমান, ডিএমডি মোঃ গোলাম মরতুজা, মোঃ ফয়েজ আলম ও মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও) । এ সময় নারী নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দসহ প্রধান কার্যালয়ের অন্যান্য নির্বাহী-কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন ।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান দেশের নারীদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ক্রীড়া চর্চায় মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান । ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান বলেন, "নারীদের জন্য বিশেষ সার্ভিস চালু করেছে জনতা ব্যাংক । প্রান্তিক পর্যায়ের নিম্ন আয়ের নারীদের জন্য ইতোমধ্যে 'জনতা ব্যাংক নারী সঞ্চয় প্রকল্প' নামে একটি বিশেষ স্কীম চালু করা হয়েছে । আমাদের ব্যাংকে প্রতিমাসের 'তৃতীয় সপ্তাহ' নারী গ্রাহকসেবা সপ্তাহ হিসেবে পালিত হচ্ছে । এছাড়া, নারী ব্যাংকারদের জন্য বর্তমানে নিরাপদ ও উন্নত কর্মপরিবেশ তৈরি করা হয়েছে ।"

ব্যাংকার্স ক্লাব ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২৫ এ জনতা ব্যাংকের রংপুর বিভাগ রানার্স-আপ

ব্যাংকার্স ক্লাব, রংপুর আয়োজিত এবং ইনডোর স্টেডিয়াম, রংপুরে অনুষ্ঠিত ব্যাংকার্স ক্লাব ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২৫ এ জনতা ব্যাংক পিএলসি, রংপুর বিভাগ রানার্স-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে । ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে এ টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকার্স ক্লাব, রংপুর-এর সভাপতি ও বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম । জনতা ব্যাংক পিএলসি, বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুরের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল বারেক চৌধুরী, ব্যাংকার্স ক্লাব, রংপুরের সাধারণ সম্পাদক ও প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসির শাখাব্যবস্থাপক মোঃ রেজাউল করিমসহ আরও অনেকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ।

এশিয়ান জোনাল ৩.২ দাবা ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এ জনতা ব্যাংক কর্মকর্তার কৃতিত্ব

শ্রীলংকার কলম্বো শহরে 'এশিয়ান জোনাল ৩.২ দাবা ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫ (বিশ্বদাবা চ্যাম্পিয়নশীপের কোয়ালিফাইং)' প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দাবা দলের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন জনতা ব্যাংক কর্মকর্তা ফিদেমাস্টার সৈয়দ মাহফুজুর রহমান ইমন । তিনি ৯ ম্যাচে থেকে ৬.৫ পয়েন্ট পেয়ে যুগ্মভাবে রানার-আপ (টাইব্রেকিং এ পঞ্চম স্থান) হওয়ার গৌরব অর্জন করেন । ১০ মার্চ ২০২৫ থেকে ১৮ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ, নেপাল, মালদ্বীপ, ভূটান, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের মোট ৩৮ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন । সৈয়দ মাহফুজুর রহমান ইমন বর্তমানে জনতা ব্যাংক পিএলসির প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট ডিপার্টমেন্টে সিনিয়র অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন ।

প্রশিক্ষণ

জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকায় ফাউন্ডেশন কোর্সের উদ্বোধন

জনতা ব্যাংক পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ মজিবর রহমান সম্প্রতি জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা আয়োজিত ৩০ কর্মদিবসব্যাপী ফাউন্ডেশন কোর্স ফর অফিসার্স (ব্যাচ ০১/২৫) প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে জনতা ব্যাংকের নতুন ৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজের ইনচার্জ আহমাদ মুখলেসুর রহমানসহ অন্যান্য নির্বাহী ও অনুষদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

‘ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি’ বিষয়ক কর্মশালা

রংপুর

১৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসি, বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুরে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা আয়োজিত আর্থিক স্বাক্ষরতা বিষয়ক একটি কর্মশালার উদ্ধোধন করেন। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফয়েজ আলম। জনতা ব্যাংক পিএলসি. বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুরের জিএম মোঃ আব্দুল বারেক চৌধুরীর সভাপতিত্বে কর্মশালায় ব্যাংকের সম্মানিত গ্রাহকসহ অন্যান্য নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম

জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকার আয়োজনে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে ‘ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি’ বিষয়ক কর্মশালা বাংলাদেশ-কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন জনতা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান। দিনব্যাপী কর্মশালার এ আয়োজনে জনতা ব্যাংকের বিশেষ আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রদান, বিভিন্ন প্রোডাক্ট সম্পর্কে ধারণা এবং আর্থিক জ্ঞান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়। বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রামের জিএম মোঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীসহ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা ও জেবিআরএসসি, চট্টগ্রামের নির্বাহীগণ এবং ফ্যাকাল্টি মেম্বারবৃন্দ।

রাজশাহী

জনতা ব্যাংক রিজিওনাল স্টাফ কলেজ, রাজশাহীতে ৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান আর্থিক স্বাক্ষরতা বিষয়ক একটি কর্মশালার উদ্বোধন করেন। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফয়েজ আলম। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনতা ব্যাংক পিএলসি. বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর জিএম-ইনচার্জ মোঃ জাহাংগীর হোসেন জোয়ার্দ্দার।

খুলনা

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জনতা ব্যাংক রিজিওনাল স্টাফ কলেজ, খুলনায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান আর্থিক স্বাক্ষরতা বিষয়ক একটি কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন। জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকার আয়োজনে কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনতা ব্যাংক পিএলসি, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনার জিএম-ইনচার্জ আবুল কালাম আজাদ। এছাড়া ব্যাংকের সম্মানিত গ্রাহকগণসহ অন্যান্য নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

নতুন ভবনে ব্যাংকিং কার্যক্রম উদ্বোধন

সপ্তপদী মার্কেট শাখা

সম্প্রতি জনতা ব্যাংক পিএলসি, সপ্তপদী মার্কেট শাখার ব্যাংকিং কার্যক্রম বগুড়া প্রেস ক্লাব ভবনের দ্বিতীয় তলায় স্থানান্তর করা হয়। বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর তৎকালীন জিএম মোঃ একরামুল হক আকন প্রধান অতিথি হিসেবে নতুন ভবনে ব্যাংকিং কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে এরিয়াপ্রধান ও ডিজিএম মোঃ নজরুল ইসলাম, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের ডিজিএম মোঃ আকতার হোসেন, সপ্তপদী মার্কেট শাখার ব্যবস্থাপক দীপন কুমার নন্দী, বগুড়া প্রেস ক্লাবের সদস্য সচিব সবুর শাহ লোটাসসহ ব্যাংকের নির্বাহী-কর্মকর্তা, স্থানীয় গ্রাহক, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সুলতানপুর বাজার শাখা

১১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সাতক্ষীরার সুলতানপুর বাজার শাখা নতুন ভবনে স্থানান্তর উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরের মাধ্যমে গ্রাহকদের জন্য আরও সুপরিসর, আধুনিক ও সুবিধাজনক ব্যাংকিং পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনার জিএম-ইনচার্জ আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এরিয়া অফিস, সাতক্ষীরার উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ রুকনুজ্জামান। এছাড়া সাতক্ষীরার বিশিষ্ট সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী ডাঃ আবুল কালাম বাবলা এবং সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ইউএনও শোয়াইব আহমাদ সম্মানিত অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

চলে গেলেন যারা

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫
(পিএমআইএস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

নাম ও পদবী : মোঃ ফটিক মিয়া, অ্যাসিসট্যান্ট অফিসার, গ্রেড-১
যোগদান তারিখ : ০১.০৪.১৯৯১
মৃত্যু তারিখ : ১২.০২.২০২৫
শেষ কর্মস্থল : আরসিডি-১, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নাম ও পদবী : মোঃ আবুল কালাম, সাপোর্ট স্টাফ, ক্যাটাগরি-১ (ড্রাইভার)
যোগদান তারিখ : ০১.১০.১৯৮৬
মৃত্যু তারিখ : ০৯.০৩.২০২৫
শেষ কর্মস্থল : ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নাম ও পদবী : মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার, গ্রেড-১
যোগদান তারিখ : ২০.০৪.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ০৯.০৩.২০২৫
শেষ কর্মস্থল : মহিপাল শাখা, ফেনী

জনতা ব্যাংক চেয়ারম্যানের বগুড়ার সপ্তপদী মার্কেট শাখা পরিদর্শন

জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে বগুড়ার সপ্তপদী মার্কেট শাখা পরিদর্শন করেন। এ সময় এরিয়া অফিস, বগুড়ার উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ নজরুল ইসলাম, ব্যাংকের নির্বাহী-কর্মকর্তাবৃন্দ, বগুড়া প্রেসক্লাব সভাপতি ও সদস্য সচিবসহ সম্মানিত গ্রাহকগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান শাখার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকলকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

শাখা স্থানান্তর

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫
(বিডিএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

পুরাতন ঠিকানা	নতুন ঠিকানা
বোরহানগঞ্জ বাজার শাখা, ভোলা গ্রাম/এলাকা : পক্ষিয়া দাগ নম্বর : এসএ-৩২১৩, ৩২১৪, ৩২১৫ মৌজা : পক্ষিয়া ইউনিয়ন : ৮ নং পক্ষিয়া থানা : বোরহানউদ্দিন জেলা : ভোলা ভবন মালিকের নাম : মরিয়ম বিবি গং	**বোরহানগঞ্জ বাজার শাখা, ভোলা** গ্রাম/এলাকা : পক্ষিয়া দাগ নম্বর : এসএ-৩২১৩, ৩২১৪ মৌজা : পক্ষিয়া ইউনিয়ন : ৮ নং পক্ষিয়া থানা : বোরহানউদ্দিন জেলা : ভোলা ভবন মালিকের নাম : মোঃ মোসলেউদ্দিন, মোঃ আবু আবদুল্লাহ ও মোঃ মহিবুল্লাহ স্থানান্তরের তারিখ : ২৩.০২.২০২৫
সুলতানপুর বাজার শাখা, সাতক্ষীরা গ্রাম/এলাকা : পৌরসভা হোল্ডিং নম্বর : ০৬১০-০০ ওয়ার্ড নম্বর : ০৪, পৌরসভার নাম : সাতক্ষীরা পৌরসভা ডাকঘর : সাতক্ষীরা থানা : সাতক্ষীরা সদর জেলা : সাতক্ষীরা ভবন মালিকের নাম : মিসেস মমতাজ বেগম	**সুলতানপুর বাজার শাখা, সাতক্ষীরা** গ্রাম/এলাকা : পৌরসভা সড়কের নাম : সাতক্ষীরা-ফিংড়ী রোড ওয়ার্ড নম্বর : ০৪, পৌরসভার নাম : সাতক্ষীরা পৌরসভা ডাকঘর : সাতক্ষীরা থানা : সাতক্ষীরা সদর জেলা : সাতক্ষীরা ভবন মালিকের নাম : সৈয়দ ফিরোজ কামাল স্থানান্তরের তারিখ : ০২.০৩.২০২৫
তুলশীঘাট শাখা, গাইবান্ধা গ্রাম/এলাকা : তুলশীঘাট দাগ নম্বর : ৮৫৮ মৌজা : তুলশীঘাট ইউনিয়ন : সাহাপাড়া ইউনিয়ন থানা : গাইবান্ধা সদর জেলা : গাইবান্ধা ভবনের নাম : মিলু সুপার মার্কেট ভবন মালিকের নাম : মোঃ আনিসার রহমান মিলু	**তুলশীঘাট শাখা, গাইবান্ধা** গ্রাম/এলাকা : তুলশীঘাট দাগ নম্বর : সাবেক ৮৫৮, হাল ৬০০ মৌজা : তুলশীঘাট ইউনিয়ন : সাহাপাড়া ইউনিয়ন থানা : গাইবান্ধা সদর জেলা : গাইবান্ধা ভবনের নাম : ডাঃ আব্দুর রহমান সরকার ভবন মালিকের নাম : মোঃ মশিউর রহমান সরকার ওরফে মিঠুল স্থানান্তরের তারিখ : ১৬.০৩.২০২৫

জনতা ব্যাংকের ১০০ দিনের বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা

জনতা ব্যাংকের সব ব্যবসায়িক সূচকে বড় অগ্রগতি সৃষ্টি ও ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ১০০ দিনের (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ হতে ৩০ মে ২০২৫) বিশেষ কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান। এই কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি আমানতের প্রবৃদ্ধি ও খেলাপি ঋণ আদায়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সূচকে জনতা ব্যাংককে একটি শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে ভার্চুয়াল সম্মেলনের মাধ্যমে এ কর্মসূচি সফল করতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তিনি নির্দেশ প্রদান করেন।

এ সময় ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "এই কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে ব্যাংকের সর্বস্তরে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। পাশপাশি যে সমস্ত নির্বাহী ও কর্মকর্তা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শতভাগ সফল হবেন তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।"

ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডরুমে এ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম মরতুজা, মোঃ ফয়েজ আলম ও মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও), মহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ। এছাড়া অনলাইনে সকল বিভাগীয় কার্যালয়, এরিয়া অফিস ও শাখা প্রধানগণ সংযুক্ত ছিলেন। উল্লেখ্য, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে ইতোমধ্যে এ কর্মসূচির মেয়াদকাল বৃদ্ধি করা হয়েছে।

জনতা ব্যাংকের আকর্ষণীয় দুটি ডিপোজিট স্কীমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

নতুন প্রজন্ম দ্বিগুণ মুনাফা স্কীম

'নতুন প্রজন্ম দ্বিগুণ মুনাফা স্কীম' নামে একটি নতুন ও আকর্ষণীয় ডিপোজিট স্কীম চালু করেছে জনতা ব্যাংক পিএলসি.। ২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান স্কীমটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ১ লক্ষ বা এর গুণিতক যেকোনো পরিমাণ আমানত জনতা ব্যাংকে গচ্ছিত রাখলে মাত্র সাড়ে ৬ বছরে দ্বিগুণ হয়। এছাড়া মেয়াদপূর্তির পূর্বে আমানতকারীর মৃত্যু হলেও নমিনির ইচ্ছায় মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত হিসাব চালু রাখার সুবিধা রয়েছে। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ গোলাম মরতুজা, সিএফও মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএসহ বিভিন্ন বিভাগ ও এরিয়ার নির্বাহী এবং শাখাব্যবস্থাপকবৃন্দ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সরাসরি এবং অনলাইনে যুক্ত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক ডিপোজিট পেনশন স্কীম

বার্ষিক ১০ শতাংশ মুনাফায় ৫ ও ১০ বছর মেয়াদে জনতা ব্যাংক ডিপোজিট পেনশন স্কীম (জেবিডিপিএস) চালু হয়েছে। এ স্কীমে ৫০০ টাকা থেকে ২৫ হাজার টাকা ও এর গুণিতক যেকোনো পরিমাণ টাকা মাসিক ভিত্তিতে জমা করা যায়। ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে মতিঝিলস্থ জনতা ভবন কর্পোরেট শাখায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্বে) মোঃ গোলাম মরতুজা এ স্কীমের উদ্বোধন করেন। এ সময় ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মোঃ একরামুল হক আকন, এস এম আব্দুল ওয়াদুদ, মোঃ আশরাফুল আলম, আরিফ আহমেদ, প্রতিভা রানী সরকার ও মোহাম্মদ আনিসসহ অন্যান্য নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট, জনতা ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ৪৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০, ফোন: +৮৮-০২-৪১০৭১০২২, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-২২৩৩৮৪৬৪৪, ইমেইল: rps@janatabank-bd.com, ওয়েবসাইট: www.jb.com.bd কর্তৃক প্রকাশিত এবং অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১৬৫ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা, ফোন: +৮৮ ০১৮১৯ ২২৬৮৫৩ ইমেইল: olympicproduct@gmail.com হতে মুদ্রিত

আলোকচিত্রী
মোঃ আব্দুল ফাত্তাহ